দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 6 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২ ...

চবিতে সন্ধ্যার পর বসে গাঁজার আসর

রহমান শোয়েব, চবি ॥ ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত দশটা, রবিবার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) রেল স্টেশন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একেবারে পূর্বপ্রান্তে পাঁচ-ছয়জনের জটলা। মোবাইলের টর্চলাইটের হালকা আলোয় গোল হয়ে বসে সবাই। দুয়েকজন হাতের তালুতে কিছু একটা ঘষছে। এরপর তা সিগারেটে পুরে আগুন ধরিয়ে তাদের ধূমপান করতে দেখা যায়। আর বাতাসে ভেসে আসে উৎকট গন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টেশনে নিয়মিত আড্ডা দেয় এমন কয়েকজনের কথা বলে জানা গেল, এটি মূলত গাঁজার আসর। প্রতিদিনই বসে এমন আসর। কখনও চলে মধ্য রাত পর্যন্ত। আর এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ঘেরা সবুজ ক্যাম্পাস মাদকের ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিদিন। সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫টি স্থানে প্রতিদিন এভাবেই সন্ধ্যা নামার সঙ্গে বসে মাদকের জমজমাট আসর। গভীর রাত পর্যন্ত চলে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশন, আইইআর ক্যান্টিনের পাশে, এফ রহমান হলের বিপরীতে ট্যাঙ্কির পাহাড়, টেনিস কোর্ট, স্লুইস গেট, চবি কলেজের পেছনের অংশ, জাদুঘরের সামনে, ফরেস্ট্রি হ্যালিপ্যাড, ফরেস্ট্রি গ্যারেজের পেছনে, কলা অনুষদ ঝুপড়ির পেছনে, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের পশ্চিম পাড়, শহীদ মিনার চত্বর, মুক্তমঞ্চ, প্যাগোডা, চাকসুর পেছনে, উস-প্রাইমারী স্কুল, শাহজালাল ও শাহ আমানত হলের সামনের বেশ কয়েকটি কটেজ, ল্যাডিস হলের ঝুপড়ির পেছনের অংশসহ প্রায় পঁচিশটি স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে মাদকসেবীদের আস্তানা। এসব স্থানে মাদকসেবীদের বিচরণ থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। চলে মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্যের অবাধ সেবন।